রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৩, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৪০৫ বাং/৩০শে নভেম্বর ১৯৯৮ ইং

এস, আর, ও, নং ২৭০-আইন/৯৮—Forest Act, 1927 (XVI of 1927) এর Section 41 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপে বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—এই বিধিমালা করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৯৮ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালার "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত কোন ফরম।

মূল্যঃ টাকা ২.০০

৩। করাত-কল স্থাপন ও পরিচালনার জন্য লাইসেন্স।—(১) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স, অতঃপর এই বিধিমালায় লাইসেন্স বলিয়া অভিহিত, ব্যতীত কোন করাত-কল স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) লাইসেন্সের জন্য সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্মকর্তা, অতঃপর এই বিধিমালায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট ফরম 'ক' তে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রে উল্লিখিত বিষয়ের সত্যতা যাচাই ও অন্যান্য প্রাসংগিক তথ্যাদি তদন্ত করিয়া সঠিক পাওয়া গেলে, ফরম 'খ' তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান করা হইবে।

৪। লাইসেন্স ফি।—করাত-কল স্থাপন বা পরিচালনার জন্য লাইসেন্স ফি বাবত ২,০০০ টাকা "৪৮—বন রাজস্ব" খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক বা যে কোন সরকারী ট্রেজারীতে জমা দিয়া উহার ট্রেজারী চালান আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত না করিলে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৫। লাইসেন্সের মেয়াদ।—লাইসেন্সের মেয়াদ উহার ইস্যুর তারিখ হইতে এক বৎসর হইবে।

৬। লাইসেন্স নবায়ন।—(১) মেয়াদ শেষ হইবার এক মাস পূর্বে লাইসেন্স নবায়নের জন্য ফরম 'ক' তে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আবেদনকারী তাহার কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবেন।

(৩) বিধি ৪ এ উল্লেখিত লাইসেন্স ফি'এর শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ নবায়ন ফি বাবত উক্ত বিধিতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে জমা করা না হইলে নবায়নের আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৭। কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব।—(১) প্রত্যেক লাইসেন্সধারী তাহার করাত কলে ক্রীত ও বিক্রীত সকল কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্যের উৎসের উল্লেখসহ ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব ফরম "গ"-তে মাসিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করিবেন।

(২) যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি রেঞ্জারের নীচে নহেন এমন যে কোন বন কর্মকর্তা অথবা সাব-ইন্সপেক্টরের নীচে নহেন এমন যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা দেখিতে চাহিলে তাহাকে প্রত্যেক লাইসেন্সধারী তাহার কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৮। করাত কল স্থাপন ও পরিচালনায় কতিপয় বিধি-নিষেধ।—(১) সংরক্ষিত, রক্ষিত, অর্পিত ও অন্য যে কোন ধরনের সরকারী বন ভূমির সীমানা হইতে, অথবা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্থলসীমানা হইতে, দশ কিলোমিটারের মধ্যে, পৌর এলাকা ব্যতীত, কোন স্থানে কোন করাত কল স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখে অনুরূপ কোন স্থানে কোন করাত কল বিদ্যমান থাকিলে উহা উক্ত তারিখ হইতে একশত আশি দিনের মধ্যে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

(২) এইবিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখে বিদ্যমান সকল করাত কল, এই বিধিমালার সহিত কোন অসংগতি না থাকিলে, এই বিধিমালার অধীন স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ করাত কল পরিচালনার জন্য এই বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে বিধি ৩ ও ৪ এর বিধান অনুযায়ী লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট করাত কলটি বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

৯। পরিদর্শন।—(১) কোন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা ডেপুটি রেঞ্জার এর নীচে নহেন এমন যে কোন বন কর্মকর্তা বা সাব-ইন্সপেক্টরের নীচে নহেন এমন যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা সরকার হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কোন প্রকার অগ্রিম নোটিশ ব্যতীত যে কোন করাত কল পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে করাত কলে অবৈধ কাঠ বা অন্য কোন বনজদ্রব্য রহিয়াছে তাহা হইলে তিনি অনুরূপ সমুদয় কাঠ বা বনজদ্রব্য আটক করিতে পারিবেন।

১০। দণ্ড।—(১) কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন দুই মাসের কারাদণ্ড এবং ইহার অতিরিক্ত অনধিক দশ হাজার টাকা কিন্তু অন্যূন দুই হাজার টাকা অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

১১। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।—দায়িত্ব-প্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই বিধিমালার অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।

ফরম "ক"

(বিধি ৩(২) ও ৬(১) দ্রষ্টব্য)

করাত কল স্থাপন/পরিচালনার জন্য লাইসেন্সের/লাইসেন্স নবায়নের আবেদনপত্র।

১। আবেদনকারীর নাম :

২। পূর্ণ ঠিকানা :
(ক) স্থায়ী :
(খ) বর্তমান :

৩। পেশা :

৪। করাত কল স্থাপন/পরিচালনার উদ্দেশ্য :

৫। করাত কলের অবস্থান : :
(৩ কপি ম্যাপসহ জায়গার মালিকানা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে) : :
(ক) দাগ নং :
(খ) মৌজা নং :
(গ) গ্রামের নাম/রাস্তার নাম :
(ঘ) ইউনিয়নের নাম :
(ঙ) থানার নাম :
(চ) জেলার নাম :

৬। করাত কলে কি ধরণের কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হইবে/হয় এবং উহাদের উৎস :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ .... ইং

.... বাং

তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ব্যক্তির প্রতিবেদন

সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পরীক্ষা ও সরেজমিনে তদন্ত করিয়া আবেদনপত্রে বর্ণিত বিষয়সমূহ ও অন্যান্য তথ্যাদি সঠিক পাওয়া গিয়াছে/পাওয়া যায় নাই। অতএব লাইসেন্স প্রদানের/নবায়নের জন্য সুপারিশ করা হইল/হইল না।

স্বাক্ষর/

তারিখ :—

পদবী :—

সীল :—

ফরম "খ"

(বিধি ৩(৩) দ্রষ্টব্য)

করাতকল স্থাপন/পরিচালনার লাইসেন্স

প্রাপকের নাম..

ঠিকানা..

আপনার....................................তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনাকে করাত কল স্থাপন/পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

(১) দাগ নং.....................................

(২) মৌজা নং.................................

(৩) গ্রামের নাম...................................

(৪) ইউনিয়নের নাম.............................

(৫) থানার নাম....................................

(৬) জেলার নাম....................................

২। করাত কলের বিবরণঃ

(১) করাত এর ধরণ—

(২) ব্লেডের বিবরণ—

(৩) অন্যান্য বিবরণ—

৩। শর্তাবলী ঃ

(ক) করাত কলে কোন অবস্থাতেই অবৈধ কাঠ বা অন্যান্য বনজদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বা অন্যবিধ ব্যবহার করা যাইবে না।

(খ) কোন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা ডেপুটি রেঞ্জারের নীচে নহেন এমন কোন বন কর্মকর্তা বা সাব ইন্সপেক্টর এর নীচে নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা সরকার হইতে এতদ্‌দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা যে কোন সময় কোন প্রকার অগ্রিম নোটিশ ব্যতীত করাত কল পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং ইহাতে কোন বাধা প্রদান বা ওজর আপত্তি করা চলিবে না।

(গ) করাত কলে ক্রীত বা বিক্রীত কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্যের হিসাব মাসিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(ঘ) করাত কল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৯৮ এর পরিপন্থী কোন কাজের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে।

(ঙ) এই লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হইতে ইহা এক বৎসর মেয়াদের জন্য বলবৎ থাকিবে এবং মেয়াদ শেষ হইবার এক মাস পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন করা না হইলে ইহার কার্যকরতা থাকিবে না।-

তারিখঃ—

স্বাক্ষর

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

বন বিভাগ।

ফরম "গ"

(বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য)

কাঠ ক্রয়-বিক্রয়ের মাসিক হিসাব

বন অধিদপ্তর বাংলাদেশ, বই নং..................

.............................বন বিভাগ লাইসেন্স নং..................

করাত-কলের অবস্থান.............................. লাইসেন্স নবায়নের তারিখ..........

করাত-কলের মালিকের নাম..................

পিতার নাম.............................. ঠিকানা..................

১। গত মাসের মজুত হইতে প্রাপ্ত

গোল কাঠ..................

চিরাই কাঠ..............................

২। বর্তমান মাসে ক্রয়কৃত কাঠের হিসাব

তারিখ কাঠের পরিমাণ উৎস

৩। বর্তমান মাসে বিক্রয়কৃত কাঠের হিসাব

তারিখ কাঠের পরিমাণ চালান/চালানী পাশ নং

৪। মাস শেষে মজুত কাঠের পরিমাণ

গোল কাঠ..................

চিরাই কাঠ..............................

মিল মালিকের স্বাক্ষর

তাং..................

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ

সচিব।

মুহাম্মদ রফিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।